গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা | ২১ - ২৭ জুন ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, অতি প্রয়োজনীয় এবং বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সহ সমস্ত জিনিসের দামের ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি মানুষের জীবন ছারখার করে দিচ্ছে। একেবারে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ তো বটেই, এমনকি মধ্যবিত্তরাও দু'বেলা পেটভরা খাবারের জোগাড় করতে সমস্যায় পড়ছেন। সরকারি তথ্যই জানাচ্ছে, শুধু খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি নয়, পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির সূচকও বেড়ে চলেছে।

খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ শেয়ার বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ে আগাম বাণিজ্যের ফাটকায় সুবিধা পেতে কালোবাজারি মজুতদার ফাটকাবাজদের কারচুপি। এদের সাথে শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন ও পুলিশ, কায়েমি স্বার্থ নিয়ে বসে থাকা প্রভাবশালী মহল এবং অসৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের যোগসাজশ দাম বাড়ানোয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

সর্ববৃহৎ পরীক্ষা কেলেঙ্কারি 'নিট'

চাপা দিতে ব্যস্ত কেন বিজেপি সরকার

ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির সর্বভারতীয় অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা তথা নিট ইউজি ২০২৪-এর পরীক্ষা ও তার ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তা এ যাবৎকালের পরীক্ষা কেলেঙ্কারির মধ্যে সর্ববৃহৎ। চিকিৎসক পেশায় প্রবেশ করবার মুখেই যারা দুর্নীতির আশ্রয় নিল তারা কেমন ডাক্তার হবে ভেবেই আঁতকে উঠছেন মানুষ। মানবসভ্যতা রক্ষার তাগিদেই এর বিরুদ্ধে তীব্র এবং লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

এ বছরের নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথেই সামনে আসতে থাকে, এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতির কথা। এই দুর্নীতির সাথে হাজার কোটিরও বেশি টাকা যুক্ত থাকার কথা ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। যদিও কয়েকটি রাজ্যের পুলিশি তদন্তে যতটুকু তথ্য উঠে এসেছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। প্রশ্ন উঠেছে, এতবড় দুর্নীতি শাসক দলের যোগসাজশ ছাড়া কি আদৌ সম্ভব?

দুয়ের পাতায় দেখুন

নিট-দুর্নীতি ও কলেজে ভর্তি নিয়ে টালবাহানার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে এআইডিএসও

১৩ জুন বিকাশভবনের সামনে থেকে এআইডিএসও কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। গ্রেফতার হন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় (বাঁ দিকের ছবি)

পরের পর রেল দুর্ঘটনা চলছেই

যাত্রী সুরক্ষায় অপরাধজনক অবহেলা সরকারের

১৭ জুন উত্তরবঙ্গে রেল দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, উত্তরবঙ্গের রাঙাপানিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও একটি মালগাড়ির সংঘর্ষে ৩ জন রেলকর্মী সহ সরকার ৮ জনের মৃত্যুর খবর দিলেও ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, সংখ্যাটা অন্তত ১৫। আহত হয়েছেন ১০০-র বেশি। সিগন্যাল ভেঙে মালগাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কা মারে। একই লাইনে দুটি ট্রেন চলে এল কী ভাবে, তা আমাদের প্রশ্ন।

একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বুলেট ট্রেন চালানোর স্বপ্ন দেখায়, বন্দে ভারত ট্রেন চালায়, রেল যাত্রীদের সুরক্ষার কথা বলে, অথচ বারবার ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। দুর্ঘটনা রোধে বহু ঘোষিত 'কবচ' ব্যবস্থা কেন আজও সমস্ত লাইনে চালু হল না, তার কোনও উত্তর নেই। উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিবর্তে কর্মীসংখ্যা কমিয়ে রেল দপ্তর বিপুল অঙ্কের টাকা লাভ করে চলেছে অথচ যাত্রী সুরক্ষার ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি উদাসীন।

চারের পাতায় দেখুন

দুর্গতদের সাহায্য করতে ঘটনাস্থলে এস ইউ সি আই (সি)-র চিকিৎসক ও কর্মীরা। ১৭ জুন

যে কোনও মূল্যে সরকারকে

মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আজ অস্বাভাবিক স্তরে পৌঁছেছে। গত এক বছরে ডালের দাম ২১.৯৫ শতাংশ, আনাজের দাম ৩২.৪২ শতাংশ, পেঁয়াজের দাম ৫৮.০৫ শতাংশ এবং আলুর দাম ৬৪.০৫ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যা খান, সে সবের দামে যেন আগুন লেগেছে। ভোট মিটতে না মিটতেই এমনকি দুধের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ বাড়িতে শিশু ও অসুস্থ মানুষ থাকলে দুধ ছাড়া চলে না। এ দিকে সমীক্ষার পর সমীক্ষা দেখাচ্ছে, সাধারণ মানুষের আয় কমেছে। এই অবস্থায় কী করে সংসার চলবে, কী ভাবে পরিবারের সদস্যদের দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে— এ কথা ভেবে মানুষ জেরবার।

গত কয়েকমাস ধরেই মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের চড়া দাম ধাক্কা দিচ্ছে মানুষকে। প্রবল গরম ও বর্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় খাদ্যপণ্যের দাম আরও চড়তে পারে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বার বার সতর্ক করেছে। কিন্তু সরকারের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি।

কিন্তু কেন এই মূল্যবৃদ্ধি? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার খাদ্যপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে শেয়ার বাজারে খাদ্যশস্য সহ সমস্ত খাদ্যপণ্য নিয়ে 'ডেরিভেটিভ ট্রেডিং' বা আগাম দাম নির্ধারণের নামে ফাটকা খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খাদ্যের ক্ষেত্রে এটাই নাকি বহু প্রতীক্ষিত আর্থিক সংস্কার বলে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম খুব প্রচার করে। এই ফাটকা কারবার এবং অসাধু

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

এআইকেকেএমএস-এর সভা থেকে দিল্লিতে মহাসমাবেশের ডাক

বিজেপি সরকারের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী কৃষক-খেতমজুর বিরোধী নীতি প্রতিরোধে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪-১৫ জুন কলকাতায় এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হল। মিটিংয়ে ১৮টি রাজ্য থেকে ১০৫ জন কাউন্সিল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কৃষক-খেতমজুরদের সমস্যা সহ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাজ্যে আরও শত শত গ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার ভিত্তিতে কৃষিজীবী জনগণকে যুক্ত করে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ও ব্যাপক প্রচারের ঢেউ তুলে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে এক মহাসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিটিংয়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং দিল্লির কর্মসূচি সফল করার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত নিজের রাজ্যে রূপায়ণে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেন। মিটিংয়ের সমাপ্তি অধিবেশনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ এই কর্মসূচির রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করা, গ্রামীণ মজুরদের সারা বছরের কাজ ও বাঁচার মতো মজুরি, সারের কালোবাজারি বন্ধ করে সার, বীজ, তেল সহ সমস্ত কৃষি উপকরণ সস্তা দরে সরবরাহ, সংশোধিত বিদ্যুৎ বিল বাতিল করা, কৃষিঋণ মকুব ও গরিব কৃষক-মজুরদের পেনশনের ব্যবস্থা, দিল্লির কৃষক আন্দোলনে শহিদদের উদ্দেশ্যে সিংঘু বর্ডারে শহিদ স্তম্ভ তৈরি করা, খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ধান পাট আলু সহ চাষির ফসল কেনার জন্য অঞ্চলে অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে কৃষি মান্ডি তৈরি ইত্যাদি দাবিতে আগামী ১৫ জুলাই দেশ জুড়ে দাবি দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয় মিটিং থেকে।

সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে

একের পাতার পর

ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের যোগসাজশই খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী।

মূল্যবৃদ্ধির আঁচে ঝলসে যাওয়া মানুষকে রক্ষা করতে একটা দেশের বা রাজ্যের সরকারের ভূমিকা কী? সরকার কি মূল্যবৃদ্ধির সামনে নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকবে? এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী খারাপ আবহাওয়ার অজুহাত তুলে অতি মুনাফার লোভে যেমন খুশি খাদ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে যাবে, আর সরকার তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাটুকুও করবে না? মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের নামে রাজ্য সরকার কয়েক বছর আগে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। সেই টাস্ক ফোর্সের ভূমিকা কী, রাজ্যের মানুষ জানেন না। দীর্ঘ দিন তার দেখাও পাননি মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে হুংকারটুকুও দিচ্ছেন না। অসাধু ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের জন্য বাজারে হানাও দিচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের ভূমিকাও তাই। ফলে দুই সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে বাজারে একতরফা চলছে মূল্যবৃদ্ধির দাপাদাপি।

মূল্যবৃদ্ধি একটি নিঃশব্দ ঘাতক। যখন সাধারণ মানুষের আয় বাড়ার সুযোগ নেই, তখন এই বিপুল মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে মানুষ প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্যপণ্য কিনতে পারবে না। ফলে বাড়বে অপুষ্টি। এই রকম একটি বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা কি মানা যায়! বড় ব্যবসায়ী ও অসাধু কালোবাজারিদের স্বার্থেই কি সরকারের এ ব্যাপারে এতখানি অবহেলা ?

গণবন্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ রেশন দোকানের মাধ্যমে একসময় চাল, গম, চিনি, ডাল, তেল সহ বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরকার স্বল্পমূল্যে দিত। এখন চাল আর কিছু ক্ষেত্রে গম ছাড়া রেশনে কিছুই মেলে না। খাদ্য ব্যবসাকে খোলাবাজারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকারের নীতি অনুসারে সমস্ত খাদ্যপণ্য মজুত করার অবাধ ছাড়পত্র বৃহৎ মালিকদের দেওয়া হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনকে দুর্বল করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। রাজ্য সরকারগুলিও তাকেই অনুসরণ করছে। ফলে ছোট মজুতদারদের জায়গা নিয়েছে কর্পোরেট মালিকরা। সবজি, টম্যাটো সহ কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে দাম যখন বাড়ে, কৃষকরা সেই বাড়তি দাম পান না। সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত আলু, সবজি সংরক্ষণের মতো হিমঘরের ব্যবস্থা নেই। যতটুকু আছে তা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের দখলে। ফলে বড় ব্যবসায়ীরা চাষিদের কাছ থেকে সবজি কেনে ১ টাকা কিলো দরে, আর সাধারণ মানুষকে তার জন্য দিতে হয় কিলো পিছু ৫০ টাকা।

এখন জনগণের সামনে একটি রাস্তাই খোলা আছে। গণআন্দোলনের চাপে এই সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হিসেবে ১৯৫০-এর দশকেই এসইউসিআই(সি) খাদ্যপণ্যের সার্বিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি তুলেছিল। অর্থাৎ সরকার কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য দামে সরাসরি খাদ্যপণ্য কিনবে। তারপর সে নিজেই তা জনগণকে ন্যায্য দামে বিক্রি করবে। মাঝখানে কোনও দাম বাড়ানোর দুষ্টশক্তি থাকবে না। এই ব্যবস্থা চালু করলে কৃষক যেমন ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন, তেমনই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা থেকে জনসাধারণ বাঁচবে। কিন্তু মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোনও সরকারই বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী এই দাবি মানতে রাজি হয়নি।

মূল্যবৃদ্ধির পেছনে খরা বন্যা বৃষ্টি ইত্যাদি সাময়িক কারণ এবং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের ভূমিকা ছাড়াও সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববাজারে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত কমেছে তখনও সরকার এখানে দাম কমায়নি। এটাও মূল্যবৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছে। এর বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জরুরি। জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তায় নামলে শাসক শ্রেণি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু পুঁজির সেবক সরকার নিজে থেকে এ কাজ করবে না। এখানেই রয়েছে গণআন্দোলনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com